45

দৈনিক বাংলা

তারিখ 3 APR 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

১৫ এপ্রিলের ঘটনা ঃ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভাষ্য

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত ১৫ এপ্রিল সংঘঠিত ঘটনা সম্পর্কে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের বিভিন্ন পর্বের নয়টি চূড়ান্ত পরীক্ষার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী ভাইস-চ্যান্সেলরের সরকারী বাসভবনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ ও প্রশাসন ভবনের জানালা দরজার কাঁচ, ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করে এবং মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

১৫ এপ্রিল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষদের স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিছু সংখ্যক ছাত্র তাদের দলীয় কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ক্যাম্পাসে হরতাল ঘোষণা করে এবং পরীক্ষা কার্যক্রমকে হরতালের আওতাভুক্ত করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটসহ ১০০ সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েনের জন্য ১৪ এপ্রিল রাতে ময়মনসিংহের ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারকে জরুরী পত্র দেয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশত যথাসময়ে কোন পুলিশ মোতায়েন করা হয়নি।

সকাল ৯টায় পরীক্ষা শুরু হবার নির্ঘন্ট থাকায় সাড়ে আটটায় প্রশাসন ভবন থেকে প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র ইত্যাদি আনতে গিয়ে দেখা যায় যে, হরতাল আহবানকারী ছাত্রগণ প্রশাসন ভবনে তালা দিয়েছে, কলাপসিবল গেট লোহার মোটা রড দিয়ে পেঁচিয়ে আবদ্ধ করেছে এবং পরীক্ষা বিরোধী স্লোগান দিচ্ছে। এই অবস্থায় কোন পুলিশ সাহায্য না পাওয়ায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ ডীনগণ ও পরীক্ষা পরিদর্শকগণ উপাচার্যের বাসভবনে পরামর্শের জন্য আসেন। যেহেতু অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে চায় বলে প্রতীয়মান হয়, সেজন্য পুলিশী সহায়তা ছাড়াই একটু বিলম্বে হলেও পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত যখন প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে গ্রহণ করা হচ্ছিল তখন ছাত্রদের একটি উত্তেজিত মিছিল উপাচার্যের বাসভবনের দিকে আসতে দেখা যায় এবং তাদেরকে জানানো হয় যে, কিছুটা বিলম্বে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষীগণের সহায়তায় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এতে কিছু ছাত্র আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হলেও আরও উত্তেজিত ভঙ্গী ভাবাপন্ন ছাত্ররা এবং আপাতদৃষ্টিতে কিছু বহিরাগত ব্যক্তি একত্রিত হয়ে জোরপূর্বক উপাচার্যের বাসভবনে ঢুকে পড়ে ও বাসভবন আক্রমণ করে। উপস্থিত ডীন ও প্রবীণ শিক্ষকদের অনুরোধ উপেক্ষা করে তারা হাতুড়ির আঘাতে বাসভবনের গ্রীলের তালা ভেংগে আক্রমণ চালায়, ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং উপাচার্য ভবনের লাউঞ্জের সোফা ও কার্পেটে অগ্নিসংযোগ করে। উপস্থিত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, উপাচার্যসহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও উপাচার্যের পরিবারবর্গ আতংকিত অবস্থার ও তাদের জীবনের উপর হুমকির সম্মুখীন হন। কর্তৃপক্ষীয় অনুরোধ মোতাবেক ক্যাম্পাসে যথাসময়ে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হলে উল্লিখিত ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের হাত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থের সরকারী সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হত। পাশাপাশি সুষ্ঠুভাবে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারত।

প্রশাসন ভবন ভাঙচুর ও ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের প্রায় দুই ঘন্টা পর কিছু সংখ্যক পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। উল্লিখিত ঘটনায় আনুমানিক ছয় লাখ টাকারও অধিক সরকারী সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে।

উচ্ছৃংখল ছাত্ররা নারকীয় তান্ডবলীলা সৃষ্টি করে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনের গেটের বাইরে পার্ক করা একটি অফিসিয়াল মোটর সাইকেল ও একটি বাইসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং দোষী ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিতকরত আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।